যুগান্তর

তারিখ 1 8 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষকই দেশের বাইরে

মুসতাক আহমদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেক শিক্ষকই মূল শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষক বর্তমানে দেশে নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ১ হাজার ২৫৫ জন শিক্ষক ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। এরা শিক্ষকের বেশিরভাগ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শিক্ষা ঋণ' বা 'বৃত্তি' নিয়ে বিদেশ গেছেন। বিভিন্ন মেয়াদে ছুটি নিয়ে তাদের কেউ কেউ চার বছর থেকে সর্বাধিক একযুগ পর্যন্ত শিক্ষকতার বাইরে রয়েছেন। নিয়মানুযায়ী শিক্ষকরা সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশে অবস্থান করতে পারেন। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বেতন-ভাতা সবই পরিশোধ করে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আইনের এই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে চার বছর পর্যন্ত বিদেশে অবস্থান করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও টাকা উত্তোলন করেন। এরপর অনেকে স্থায়ীভাবে বিদেশে আবাস গেড়েছেন। এছাড়া দুই সহস্রাধিক শিক্ষক দেশের ভেতরে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। এনজিও ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন আরও ৩ শতাধিক শিক্ষক। শিক্ষকদের এই 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' মনোভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সার্বিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষকদের এ মনোভাবকে প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদরা 'অনৈতিক' ও 'অবক্ষয়' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা বলেছেন, শিক্ষা ছুটির অপব্যবহার হচ্ছে। পড়ার জন্য ছুটি নিলেও অনেকেই লেখাপড়া করেন না। বিদেশে গিয়ে অনেকেই চাকরি করেন— এমন কথা শোনা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, এই বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণে আইন হওয়া দরকার। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষকের তিন থেকে চারটি পর্যন্ত 'ফুলটাইম' চাকরি করার অভিযোগও মঞ্জুরি কমিশনে এসেছে। বাইরে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

বাইরে : শিক্ষক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের এই অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কাজে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে থাকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষক রাজনীতি এবং বিভিন্ন নির্বাচনে জয়লাভের আশায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন একচেটিয়া এই অন্যায় কাজকে সমর্থন দিয়ে থাকে।

জানা গেছে, বর্তমানে ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ হাজার ৯২১ শিক্ষকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষকই পাঠদানের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে শিক্ষা ছুটিতে অবস্থান করছেন ১ হাজার ২৫৫ শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১০ জন আছেন প্রেষণে। অননুমোদিত ছুটি নিয়ে বিদেশে অবস্থান করছেন ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ জন শিক্ষক। এছাড়া ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন ১ হাজার ৮৯৫ জন। সূত্র মতে, প্রকৃত চিত্র আরও করুণ এবং উদ্বেগজনক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার তাগিদ দিয়ে এ ব্যাপারে ইউজিসি তথ্য পায়নি বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়।

ছুটি নেয়ার সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯৩ শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন। এর মধ্যে ৮৩ জনকেই গত ছয় মাসের মধ্যে ছুটি দেয়া হয়েছে বলে প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার জানান। অননুমোদিত ছুটি নিয়ে বিদেশে আছেন আরও ১২১ জন শিক্ষক। যাদের মধ্যে ১১০ জনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। অবশ্য এদের অনেকেরই চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া দেশের ভেতরে ও বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে আছেন আরও ৩৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ১১০ শিক্ষকের স্থানে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি ২৫ জন শিক্ষককে চাকরিতে যোগদানের চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে।

সংখ্যাগত দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে থাকলেও অনুপাতগত দিক থেকে এগিয়ে যথাক্রমে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৫ জনের মধ্যে ৩৬ জন শিক্ষক ছুটিতে আছেন। তাদের মধ্যে একজন ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বিদেশে অবস্থান করছেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৬ জন শিক্ষকের ১৬ জন আছেন শিক্ষা ছুটিতে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শিক্ষকের ২৬ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। এর মধ্যে দু'জনের ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তারা কাজে যোগদান করেননি। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৪ শিক্ষকের ২৫ জনই আছেন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১৬৯ জন। এর মধ্যে ১২৬ জনই আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫৮ শিক্ষকের মধ্যে ১৪০ জন রয়েছেন শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে। এর মধ্যে ৯৯ জন শিক্ষা ছুটিতে ও ৪১ জন আছেন প্রেষণে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩০ শিক্ষকের মধ্যে ১০০ জন আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। বুয়েটের ৩৯৫ শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষা ছুটিতে আছেন ১১১ জন। ২৭ জন আছেন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৫২৪ জন। এর মধ্যে ১২৮ জন শিক্ষা ছুটিতে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩০ শিক্ষকের মধ্যে ৬৭ জন আছেন শিক্ষা ছুটিতে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭ জন শিক্ষক আছেন শিক্ষা ছুটিতে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ২১টির মধ্যে আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা শিক্ষা ছুটি বা প্রেষণে বা অননুমোদিত ছুটিতে আছেন। মঞ্জুরি কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে, এভাবে ১ হাজার ১৮ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে, ১৯১ জন প্রেষণে এবং ৫১ জন অবৈধভাবে ছুটি নিয়ে বিদেশে আছেন।

মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২ হাজার ৩১৯ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন। তাদের প্রায় সবাই বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিয়মানুযায়ী বাড়তি আয়ের ১৫ ভাগ ওভারহেড চার্জ দেয়ার ভয়ে শিক্ষকরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি নেন না বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক উপাচার্য শিক্ষকদের এই মানসিকতাকে অনৈতিক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, আসলে সমাজের অন্যান্য স্থানে বৈষয়িক স্বার্থকে কেন্দ্র করে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে, জাতির বিবেকখ্যাত শিক্ষকদের মাঝেও তা দেখেছে। এজন্য সরকার বা মঞ্জুরি কমিশন উদ্যোগ নিতে পারে।

মঞ্জুরি কমিশনের বক্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দায়িত্ব পালন, ছুটিভোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিশৃংখলা রয়েছে তার জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সর্বোচ্চ বডি হচ্ছে সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেট বিষয়গুলো ধরছে না। আবার কমিশন হস্তক্ষেপ করলে স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপের দোহাই দেয়া হয়। বিজনেস স্টাডিজের শিক্ষকদের একেকজনের ১০-১১টি পর্যন্ত পার্টটাইম চাকরির খবরও কমিশনে আসে। ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, এ অব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে আইন দরকার। ইউজিসির টাকা আটকানো ছাড়া আর কোন ক্ষমতা নেই।